সমাজ, সভ্যতা ও ধর্মীয় বিশ্বাস।

একটি সত্যি ঘটনা উদ্ধৃত করে আলোচ্য লেখাটি আরাম্ভ করছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বিগত ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের পরান্ত এক বিকালে তদকালীন পুর্ব পাকিস্তানের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল শহরের নিজ বাসার সামনে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় ঘাড়ে রাইফেল বহনকারী এক যুবক সালাম দিয়ে সামনে এসে দাড়িয়ে বললো, স্যার আমাকে চিনতে পারেছেন, চুরির দায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে আপনার কোর্টে আমার ছয় মাসের সাজা হয়েছিল। স্যার ঐ চুরিটা আমি করি নাই, শত্রুরা আমাকে ফাসানের জন্য মিথ্যা এই মামলাটি দায়ের করেছিল। তবে আপনার দোষ নাই, সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আপনি আমাকে সাজা দিয়েছিলেন। জেল ভেঙ্গে বেড় হয়ে আমি এখন দেশের জন্য যুদ্ধ করছি। দেখা যাচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দেশপ্রেমে উদ্ভূদ্ধ চোরও ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চোর থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কলুষিত হয়নি। কারণ চুরি ব্যক্তির কার্মকান্ড, বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমষ্টিগত আকাঙ্খা। অনুরূপ ভাবে মদ্য পান ব্যক্তির ভাল লাগার ইচ্ছা, অন্যদিকে ইসলাম হলো সমাজের একাংশের সামাজিক আচরণ, যা পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। তাই কোন কোন মুসলমানের মদ্য পানের জন্য ইসলামকে দায়ী করা যায় না। সমাজ সংগঠনের পূর্ব শর্ত হলো পরিবার। আর পরিবারের বন্ধন শক্তি হলো ধর্ম। সমাজ সংঘঠিত হওয়ার অনেকগুলি উপদানের মধ্যে একটি হলো আবার এই ধর্ম।

প্রানী জগতে মানুষ যৌক্তিক প্রানী। মাছ যেমন পানি ছাড়া বাচতে পারে না, তেমনি মানুষও সমাজ ছাড়া বাচতে পারে না। তাই মানুষকে বলা হয় যুক্তিবাদী সামাজিক জীব। সমাজ ভৌগলিক পরিবেশ এবং কাল নির্ভর। অন্যদিকে যুক্তি হলো আপেক্ষিক এবং কাল নির্ভর। অর্থ্যাৎ সমাজ ও যুক্তি কালের সাথে পরিবর্তনশীল। একাবিংশ শতাব্দিতে মানুষ প্রকৃতিকে অনেকটা নিয়ন্ত্রন করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার উষা লগ্নে মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতের পুতুল। তাই বাচার তাগিদে মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত থাকতে হতো। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অর্জিত সাফল্যের যথাযথ কারণ বিশ্লেষণে ব্যর্থ তদকালীন মানুষ ঐশ্বরিক শক্তির মধ্যে যৌক্তিকতা প্রমানে সচেষ্ট হয়। তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বংশানুক্রমিক ভাবে সংগ্রামে অর্জিত সাফল্যের যে প্রতিমূর্তি মানুষ তার মানস পটে অংকিত করেছে, তাকেই সে ঈশ্বর হিসাবে বিবেচনা করে বংশানুক্রমিক ভাবে আরাধনা করে আসছে।

নর ও নারীর প্রাকৃতিক আকর্ষণ, সন্তান লালন-পালন, পরিবার গঠন ও পরিবারের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিজ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিয়ম নীতিকে মানুষ তার অচেতন মনে ঈশ্বরের বিধান হিসাবে কল্পনা করে এসেছে। পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠিতে রূপান্তরিত বৃহত্তর পরিবারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রনোদিত বিধি-বিধানকে পুলিশ বিহীন গোষ্ঠিতে বাধ্যতামূলক করা লক্ষ্যে ঐশ্বরিকতা আরোপিত হয়েছিল। একই পরিবেশে বসবাসরত গোষ্ঠি সমূহের সমন্বয় সমাজ গঠিত। মানুষ মূলত অতীতস্মৃতিবিধুর (Nostalgic), তাই পূর্বপুরুষদের আচার-আচরণ বা বিশ্বাসকে সে সহজ ভাবে পরিত্যাগ করতে পারে না। তার চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের পরিবর্তন হয় সমাজের দ্বন্দ্ব থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে। বিশ্বাসের এই পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায় শাস্ত্র (হিন্দু ও বৌদ্ধ) থেকে একেশ্বরবাদের উদ্ভব ও একেশ্বরবাদের বিবর্তনে ইহুদী, খ্রৃষ্টান ও ইসলাম ধর্মের আগমনে।

বাংলা শব্দ ”সমাজ” এর ইংরাজী প্রতিশব্দ Society এর সংজ্ঞা A group of human beings broadly distinguished from other groups by mutual interests, participation in characteristic

relationships, shared institutions and a common culture. যার বাংলা অর্থ, সমাজ এমন এক মানব গোষ্ঠি, যাকে অন্য মানব গোষ্ঠির পারষ্পারিক স্বার্থ, চরিত্রের পরিচয়বাহী সংশ্রবে অংশ গ্রহন, প্রতিষ্ঠানিক হিস্যা এবং সংস্কৃতি থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক করা যায়। অনুরূপ ভাবে সভ্যতা বা Civilization এর সংজ্ঞা হলো An advance stage of development in the arts and science accompanied by corresponding social, political and cultural complexity (ললিত-কলা ও বিজ্ঞান এবং তার সহগামী সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন জটিলতার অগ্রগতির ধাপ)। সমাজ ও সভ্যতা বিভিন্ন কারণে সব স্থানে সমভাবে বিকশিত হয়নি। তাছাড়া সমাজ ও সভ্যতা দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। ফলে সমাজ ও সভ্যতা যথাক্রমে হয়েছে শ্রেনী ও প্রযুক্তি বিভক্ত। তাই সমাজ ও সভ্যতার অভ্যন্তরে, সমাজে সমাজে এবং সভ্যতায় সভ্যতায় দ্বন্দ্ব বিকাশমান। আর্থ-সামাজিক আলোচ্য এই বৈষম্যের সাথে ধর্ম সম্পর্কহীন। আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরাতে স্বার্থান্বেষীরা সাধারণ মানুষের ধর্ম অনুভুতি জাগিয়ে হানাহানির সৃষ্টি করে।

সেতারা হাশেম ০৪/২২/০৫